নাটক দিয়াতে

boobook

সন্দিপা মালাকার, কলকাতা, ২০১৯

boobook

আলাপচারিতায় ▪ সুমন ইউসুফ

ইচ্ছে পিরাত

আ বী র আ ব দু ল্লা হ

boobook

নোনতা

নোকতা

বাড়ি ৬৬, সড়ক ৯এ, ফ্ল্যাট ৪বি, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
dak@noktaarts.com, noktaarts.com
+৮৮০ ১৮১৯ ২৭৬৪৫৮, +৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

প্রথম নোকতা সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৭, জুলাই ২০২০

প্রচ্ছদ ও শব্দবিন্যাস
নোকতা শিল্প বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব
টেক্সট © সুমন ইউসুফ
বই © নোকতা

ISBN 978-984-94720-7-0

পরিবেশক ▪ বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক ▪ মনফকিরা

boobook

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ইমেজ ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্বাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটি নির্মাণ, উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক নয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এটি আমাদের ছোট প্রচেষ্টা।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ayna kotha is an interview of Abir Abdullah by sumon yusuf. published by nokta. july 2020, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত গ্রাফিক্সটি
ইয়াওয়ি কুসামা-র আর্টওয়ার্ক হতে গৃহীত

পাঠকের মূল্য
৳ ৩৮৫ ▪ ₹ ৩৮৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত

FSC
MIX
Papper
FSC® C074519

সূচীপত্র

একজন চাকরিজীবী মেধাবী আলোকচিত্রী_৯পৃ ▪ কবি'র ভাই_২৫পৃ ▪ পাঠশালায় পড়াশোনা_২৯পৃ ▪ বাংলাদেশের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ_৩৫পৃ ▪ ফরিদ মিয়া, হুইল চেয়ার, মাদার জোনস পুরস্কার_৪৭পৃ ▪ মিট দ্য ফটোগ্রাফার, ছবি দিয়ে গল্প বলা আবিষ্কার_৫৩পৃ ▪ পাঠশালায় শিক্ষকতা_৫৫পৃ ▪ শাখারি বাজারে ভবন-ধসের অ্যাসাইনমেন্ট, পুরান ঢাকা নিয়ে কাজ_৬৩পৃ ▪ দৃক এর চাকরি_৭১পৃ ▪ ইপিএ-তে চাকরি, টাকা থেকে ইউরোতে ইনকাম_৭৯পৃ ▪ আগুন, টিয়ারশেল, লাশের গন্ধ_৮৯পৃ ▪ প্রেস ফটোগ্রাফি, পার্সোনাল প্রজেক্ট, দুর্ঘটনা_৯৫পৃ ▪ ক্লাইমেট চেইঞ্জ নিয়ে কাজ_১০৯পৃ ▪ ডেথ ট্র্যাপ_১২১পৃ ▪ ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো জাজিং_১৩৩পৃ ▪ অ্যালেক্সিয়া পুরস্কার_১৪৩পৃ ▪ পুরস্কার, অর্থ, খ্যাতি—লাভ কার?_১৪৯পৃ ▪ নেপাল: রিসাইলেন্স অ্যান্ড রিজনস_১৫৯পৃ ▪ ফটোজার্নালিজম, ইথিক্স, কপিরাইট_১৬৯পৃ ▪ ড্রিমিং প্রজেক্ট 'মনসুন'_১৯৫পৃ ▪ কনটেমপরারির ডিগবাজি, আমাদের হাওয়া বদল_২০১পৃ ▪ গুড ফটোগ্রাফার না সাকসেসফুল ফটোগ্রাফার_২০৭পৃ ▪ ফটোগ্রাফার না আর্টিস্ট?_২০৯পৃ ▪ পার্সোনাল ওয়েবসাইট, খারাপ মার্কেটিং_২১৫পৃ

boobook

আমি বহুবার আবীর ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনার ছবি এত্তো কুল কীভাবে হয়? তিনি শুধু রহস্যময়ভাবে মুচকি হাসেন। নিজের ছবি সম্পর্কে বলতে গেলে খুব পরিষ্কার তাঁর লজিক এবং ব্যাখ্যা। একদম দুইয়ে দুইয়ে চার। "আমি এইভাবেই দেখেছি..., বিশেষ কিছু দেখাতে চাই নাই..., যা আছে তাই..." ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর ছবি সম্পর্কে চিরাচরিত ডায়ালগ। এটা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আলোকচিত্রী হিসাবে তিনি তাঁর কাজের জায়গায় সরলীকরণ পছন্দ করেন। আলগা ড্রামা নাই।

বেশি তাত্ত্বিক কথা ছাড়া সোজা সাপটা কথাবার্তা ছিল দুইজনেরই। একটা জিনিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম—ইন্টারভিউটা যাতে আমাদের দেশের উদীয়মান ফটোগ্রাফারদের ফটোগ্রাফিতে ক্যারিয়ার বানাতে উৎসাহ দেয় আর অন্য সমস্ত প্রফেশনের মানুষজনদের ফটোগ্রাফারদেরকে আর একটু বেশি মূল্যায়ন করতে হেল্প করে। এখনও দেখি, দেশের সরকারি-বেসরকারি বড় বড় অনুষ্ঠানগুলোতে ফটোগ্রাফারদের কখনও গেস্ট হিসেবে ডাকে না! সংবাদপত্রগুলো ছবি নিয়ে ফটোগ্রাফারদের মতামত শুনতে চায় না। ফটোগ্রাফি করে সংসার চালায় এটা শুনলে লোকজন বলে, আর কী করে!

যাই হোক, এই ইন্টারভিউটা করতে গিয়ে রিসার্চের সময় আমাকে নানাভাবে বেশ কয়েকজন আলোকচিত্রী সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কে এম আসাদ ও সুদীপ্ত সালাম এই দুইজনের অবদান সবচেয়ে বেশি। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটা বের হতে দুই বছরেরও বেশি সময় লাগল। কারণ এই ইন্টারভিউর ট্রান্সক্রিপশন করতেই এক বছর সময় লেগেছে। আর বাকি এক বছর সময় এটা ছিল 'নোকতা'র কাছে। তবুও এরকম ফটোগ্রাফি বিষয়ে ইন্টারভিউর বই একেবারে না হওয়ার চাইতে একটু সময় নিয়ে হলেও ভালো। আর তাই নোকতা কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুমন ইউসুফ

২২ জানুয়ারি, ২০২০
অক্ট্রয়মোড়, রাজশাহী

boobook

সুমন ইউসুফ :

চাকরি করেন কেন? আপনার ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটা সময় অতিবাহিত করেছেন পরপর দুটো চাকরি করে। পৃথিবীব্যাপী বেশিরভাগ আলোকচিত্রী চাকরি করতে খুব একটা পছন্দ করেন না। কারণ তাতে নিজের কাজ করা হয়ে ওঠে না, তাই ফ্রিল্যান্স করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আপনার মতো এক জন মেধাবী আলোকচিত্রীকে লম্বা সময় ধরে কেন চাকরি করতে হচ্ছে?

দিন ১-১ **[আবীর আবদুল্লাহ]** সহজ ভাষায় জীবিকা, সংসার, বেঁচে থাকার জন্য চাকরি করা, এই আরকি। দৃক-এ যখন চাকরিজীবী হিসেবে কাজ শুরু করি তখন অবশ্য বিষয়টা অতটা সাংসারিক বা বৈষয়িক ছিল না। তখন একা মানুষ আমি। কোনো পিছু টান নেই। কত বেতন পাব, সেই বেতনে সংসার চলবে কিনা, গাড়ি হবে কিনা, বাড়ি হবে কিনা, ঐসব চিন্তা ছিল না। আবেগটা ছিল—আমাকে ফটোগ্রাফার হতেই হবে। নাইনটি সেভেনে আমি যখন দৃক-এ জয়েন করি, তখন এককভাবে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না। এবং তখন দৃক ছিল বাংলাদেশের তথা এশিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠান, যারা ফটোগ্রাফি চর্চা, ফটোগ্রাফারদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন ইত্যাদি কাজে যুক্ত ছিল। দৃক-এর সাথে আমার যুক্ত হওয়ার এটা একটা বড় প্রেরণা ছিল। এবং সেই সময় ফ্রিল্যান্সের তেমন সুযোগ ছিল না। আসলে ব্যাপারটাই ছিল এরকম যে ফটোগ্রাফার হতে হলে দৃক-এ যেতে হবে। তো সেই থেকেই দৃক-এ যাওয়া, ফটোগ্রাফি চর্চা, ফটোগ্রাফিকে আরও বিশাল আকারে জানা এবং এট দ্য সেইম টাইম ফটোগ্রাফিও যে একটা বাণিজ্য, মানে এইটা থেকে যে একটা রিটার্ন পাওয়া যায়, সেইটাও একটা বড় কারণ ছিল চাকরিজীবী হিসেবে দৃক-এ জয়েন করার। তো এই দুটি কারণেই আমার যোগদান—বৈষয়িক এবং ফটোগ্রাফিতে জ্ঞান অর্জন। তবে শুরুটা মূলত বৈষয়িকের চেয়ে অনেকটা বেশি ছিল আমার ফটোগ্রাফার হয়ে ওঠার বাসনা। পরবর্তী সময়ে আমি যখন দৃক ছেড়ে দেই, সেটার পেছনের কারণ কিন্তু ছিল অর্থনৈতিক। তখন আমার সংসার হয়ে গেছে, সন্তান, পরিবার, ছেলের স্কুল—যা বেতন পাচ্ছিলাম সেটা দিয়ে আসলে ঢাকা শহরে টিকে থাকা খুবই ডিফিকাল্ট

দেরি হচ্ছে, তুমি এই সময়টা অপচয় না করে বিপিএস (বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি)-এ যাও, ফটোগ্রাফি কোর্সটা করো। তিনি তখন বিপিএস করতেন। আমি কিছুটা আলসেমি করে, আজকে যাই কালকে যাই করে অলরেডি দুই তিন মাস পার করে দিলাম। তখন দূর থেকে একটা কথা শুনতাম—বেগ স্যারের কাছে যাব... উনি তো খুবই গুরুগম্ভীর মানুষ, কীভাবে অ্যাপ্রোচ করব।

সু :

এটা কোন সময় এর কথা ?

দিন ১-৩ **[আ]** নাইনটি থিতে। বেকার তখন। একদম! তো এরকম করে করে পরে বিপিএস-এ গেলাম। কোর্সে ভর্তি হলাম। বেসিক কোর্স করতে গিয়ে আমাদের একটা ক্লাস নিতে আসলেন শহীদুল আলম। সেটা ছিল এক ধরনের টার্নিং পয়েন্ট। কারণ ক্লাসে ওনার পড়ানো, ফটোগ্রাফি নিয়ে চিন্তা, ফটোগ্রাফির মুভমেন্ট—আমার চিন্তাভাবনা একদম এলোমেলো করে দিল। ঐ ক্লাসের পরেই আমি মোটামুটি এক ধরনের সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেললাম যে ফটোগ্রাফার হব, আমাকে হতেই হবে। তো এইটা হচ্ছে এক ধরনের শুরু। কিন্তু আমি আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে চাই—আমাদের বাসায় ছবি তোলা হতো অনেক আগে থেকে, ছোটবেলা থেকে।

সু :

ছবি তোলা হতো বলতে? এইটা তো সবাই করে।

দিন ১-৪ **[আ]** ফ্যামিলি ক্যামেরা ছিল। অনেক আগের কথা বলছি। আমি তখন ছোট।

সু :

কী ক্যামেরা ছিল? রোলেক্স?

দিন ১-৫ **[আ]** বক্স ক্যামেরা ছিল ঐসময়। আমি ঠিক নাম বলতে পারব না। কারণ ছোটবেলার যে ছবিটা আমি দেখি, সেটা হচ্ছে আমি

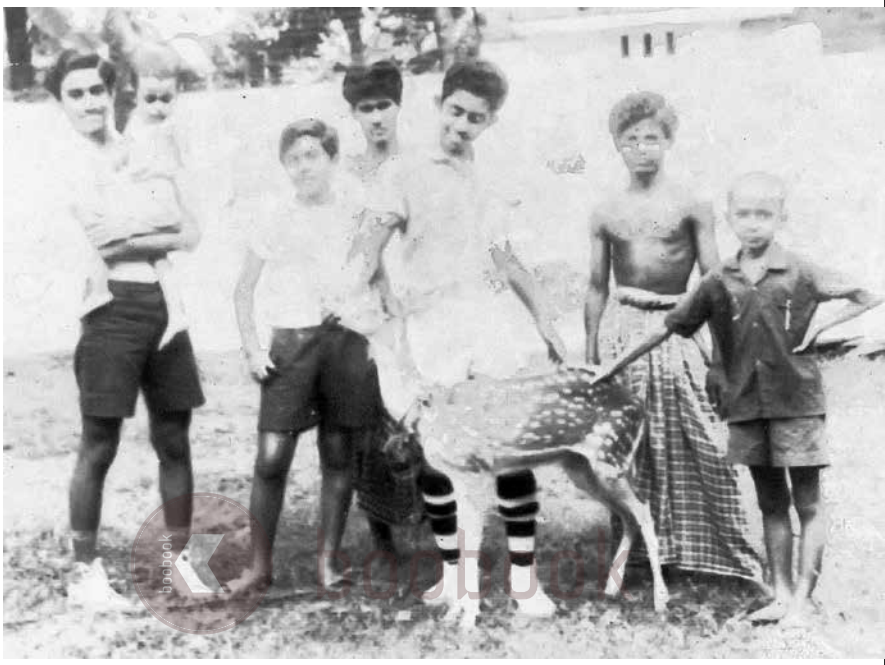

আমার কাজিনের কোলে, আমার বয়স তখন হয়তো এক-দুই বছর। আমাদের একটা হরিণ ছিল, সেই হরিণসহ। গ্রুপ ফটো আরকি। আমার মেজো ভাইয়ের একটা ক্যামেরা ছিল—ইয়াসিকা ইলেকট্রো থারটি ফাইভ। উনি ছবি তুলতেন। ফ্যামিলি প্রোগ্রামেই তুলতেন। আমরা ইন্দিরা রোডের বাসায় থাকতাম তখন।

সু:

তখন আপনি কিসে পড়েন?

দিন ১-৬

[আ] ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। এইটি সেভেনের কথা, আমরা একদিন নাটক দেখতে গেছি সবাই মিলে, ক্যামেরাটা নিচ তলা বাসার টেবিলে রাখা, বাসায় আইসা দেখি ক্যামেরাটা নাই। চুরি হয়ে গেল আরকি।

উইথ দ্য মিনিং। এটা সম্ভবত চুরানব্বইতে ছিল। সাত দিনের মতো ছিল এবং আমরা যারা করেছিলাম তার মধ্যে জিয়া, জহির, পল্লব, রিশাদ, আশরাফ, উতল—গ্রুপের প্রায় সবাই পরবর্তী কালে পেশায় বেশ ভালোই করেছে।

সু :

প্রথম ছবি তুলেছিলেন কবে?

দিন ১-১৯ **[আ]** অনেক আগে তুলেছি, যেহেতু বাসায় ক্যামেরা ছিল। প্রথম ছবি তুলি আমার মেট্রিক পরীক্ষার পরে।

সু :

কিসের ছবি ছিল ওটা?

দিন ১-২০ **[আ]** আমরা তখন মোংলায় থাকতাম। মোংলা পোর্টে বেড়াতে গিয়ে তুলেছিলাম ছবিটা।

boobook

সু :

ফ্যামিলির সবাই মিলে গিয়েছিলেন?

দিন ১-২১ **[আ]** না, আমারা বন্ধুরা কয়েকজন মিলে। মেট্রিক পরীক্ষার ঠিক পরে। পরীক্ষার শেষ দিন যেটা হয়—পরীক্ষা দিয়ে ‘চল দোস্তরা পোর্ট দেখতে যাই’। পোর্টের জেটিতে বসে ছবিগুলো তোলা। ঐ ছবিগুলো এখন নাই। নেগেটিভ হারিয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে ঐটাই ছিল প্রথম ক্যামেরা চালানো। কিন্তু আমি শিখেছি আমার বোনের ক্যামেরা দিয়ে। আর আমার নিজের ক্যামেরা হয় ছিয়ানব্বইতে।

সু :

কী ক্যামেরা ছিল সেটা?

দিন ১-২২ **[আ]** মিনল্টা। ক্যামেরাটা কিনি আমার বড় ভাই রুদ্র দা’র বই বিক্রির রয়ালটির টাকা দিয়ে। আম্মাকে বলেছিলাম আমার ক্যামেরা

সু :

পুরস্কার ধরা যায় ওটাকে?

দিন ১-২৭ **[আ]** পুরস্কার ঠিক না, ওটা সম্মানি।

সু :

তাহলে ঐটাই কি আপনার কোনো ছবির প্রথম এক্সিবিশনে যাওয়া?

দিন ১-২৮ **[আ]** না, এক্সিবিশনে আগেই গেছে কিন্তু মনিটরি প্রাপ্তিটা ছিল এই প্রথম।

সু :

এক্সিবিশন কোথায় হয়েছিল?

দিন ১-২৯ **[আ]** নেপালে। আন্তর্জাতিক এক্সিবিশন বলা যায়।

boobook

সুমন ইউসুফ :

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র ভাই আপনি। কেমন ছিল ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক? দু'জনের বয়সের তফাৎ কত ছিল? রুদ্র'র কবিতা আপনার ভালো লাগত? এই প্রতিভাবান ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো প্রেরণা পেয়েছিলেন আলোকচিত্রী হবার?

দিন ২-৩০ **[আবীর আবদুল্লাহ]** এটা আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমাদের পরিবারে এমন লেখকের জন্ম। আর দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো দাদা মারা যাওয়ার পরে আমি ফটোগ্রাফিতে আসছি। নাইনটি ওয়ানে মারা যান তিনি। আমি তো ছবি তুলতে আসি আরও অনেক পরে।

সু :

তাঁর সাথে কখনো ভাবনা চিন্তাও শেয়ার করা হয়নি?

দিন ২-৩১ **[আ]** না, তখন ফটোগ্রাফি আমার মাথায় আসে নাই। ফটোগ্রাফির বিষয়টা মাথায় এসছে নাইনটি থ্রির পরে। আমাদের বয়সের ডিফারেন্স দশ-বারো বছরের মতো। ফলে ঐভাবে বন্ধুত্ব ছিল না। দাদা খুব ভালো স্পোর্টস ম্যান ছিলেন। খেলার মাঠে যতটুকু যোগাযোগ হতো আরকি। দাদার সৃষ্টিকর্মকে হয়তো ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি কিছুটা টেনে নিচ্ছি। মানে, এক্সাক্টলি না বাট কাইন্ড অব। তাঁর চিন্তা ভাবনা আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে অনেক। দাদার একটা ক্ষোভ ছিল, মুক্তিযুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন দাদা, বয়স তখন দশ-বারো বছর। কিন্তু যেহেতু পরিবারের বড় সন্তান এবং বয়স কম, বাবা-মা তাঁকে যেতে দেন নাই। এবং সেই ক্ষোভ থেকে পরবর্তী সময়ে যে কবিতাগুলো লিখেছেন সেগুলো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা থেকে। সেই আটাত্তরেই কিন্তু "জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে পুরনো শকুন" কবিতাটা লিখেছিলেন। আপনি চিন্তা করেন, কতটা দিব্য দৃষ্টি থাকলে স্বাধীনতার সাত বছরের মাথায় সেই কবিতা লেখেন যেটা আমরা পরবর্তী কালে অহরহ দেখছি— রাজাকাররা বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে চড়িয়ে ঘুরছে। মুক্তিযুদ্ধের কাজটার একটা বড় অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাঁর কবিতা থেকে। যে

জলোচ্ছ্বাস এসব মোকাবেলা করে, তারা কিন্তু একদম ভিন্ন। আমার একটা ইচ্ছা আছে যে আমি ঐ কবিতাগুলোকে ধরে ছবি তুলব, ঐ কবিতাগুলোর চরিত্রগুলোকে খুঁজে ছবি তুলব। দাদার কবিতা এবং আমার ছবি মিলিয়ে একটা এক্সিবিশন করব। জানি না, কবে হবে বা কবে করতে পারব। 'মানুষের মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থের ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে কাজ করা সম্ভব। কারণ ওখানে ভিজুয়ালি কিছু ক্লু আছে। কিন্তু 'ভালো আছি ভালো থেকো'র মতো মেটাফোরিক্যালের ভাবনাটাকে দেখানো কঠিন।

সু :

আপনি কি কবিতা পছন্দ করেন? ভাইকে দেখে কখনো কি কবি হবার সাধ জেগেছিল?

দিন ২-৩৫ **[আ]** ...ইন্টারেস্টিং। আমার ভাই মারা যাওয়ার পরে আমার ইচ্ছা হলো ছড়া লিখি। এবং বেশ কিছুদিন ছড়াটড়া লিখলাম। দুই-একটা ছোটখাটো ম্যাগাজিনে ছাপা টাপাও হলো। পরে দেখলাম যে না আসলে এটার জন্য বিশেষ নলেজ বা পড়াশোনার দরকার, হুট করে লিখতে বসলেই হয় না।

সু :

এবং ছড়াতেই থেমে গেলেন?

দিন ২-৩৬ **[আ]** ছড়াতেই, না কবিতাতে আমি যাইনি কখনো।

boighook

সুমন ইউসুফ :

এখন তো এক মাসের বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স করেও অনেকে ওয়েবসাইট খুলে ফেলে। সেক্ষেত্রে আপনার কোনো পার্সোনাল ওয়েবসাইট নাই কেন? গুগল সার্চ করলে আপনার সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। আপনার কি মনে হয় না বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির ইতিহাস বা যাত্রাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার মতো আলোকচিত্রীদের কাজ গোছানো উচিত?

দিন ২৪-২৮৬ **[আবীর আবদুল্লাহ]** ওয়েবসাইট একটা আছে আমার। কিন্তু আসলে কিছু টেকনিক্যাল কারণে, রিনিউ না করার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এটার রিলঞ্চিংয়ের কথা ভাবছি। নিজের পেশার কারণে আমার এক ধরনের লিমিটেশানস আছে, আমি নিজের মার্কেটিং এখন করতে পারি না। কারণ এইটা কনফ্লিক্ট করে। যেহেতু আমি এখন স্টাফ। আমি মূলত কিছু কাজ করি ফ্রিল্যান্সিং-এ। সেইটা ছুটি নিয়ে করি এবং সেই কাজগুলো আমার এজেন্সির কাজের সাথে কনফ্লিক্ট করে না। এই কারণে যে, আমাদের একটা মিউচ্যুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। এজেন্সির সাথে নন কনফ্লিক্টিং যে কাজগুলো, সেটা করতে পারব, কিন্তু ছুটি নিয়ে, একটা টাইমের ভেতর দিয়ে। এটা আমি মনে করি যে আমার ইপিএতে কাজ করার একটা বড় অ্যাডভানটেজ হলো আমি ক্লায়েন্টের কাজ কিছু করতে পারি।

সু :

তাহলে আপনার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে এজেন্সি?

দিন ২৪-২৮৭ **[আ]** না, ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেকেন্ড প্রায়োরিটি না। আমি ক্লায়েন্টের কাজ যখন করি ঐটা তখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে, হা হা হা। কিন্তু ঐ কাজটা আমি করি ছুটি নিয়ে এবং এটা নন কনফ্লিক্টিং। ধরেন গার্ডিয়ান যদি আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়, সেটা আমি করব না, কারণ গার্ডিয়ান হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট। সো আইদার আমাকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করতে হবে যে আমি এই কাজটা নিজে করতে পারি কিনা। উইচ ইজ আন ইথিক্যাল। গার্ডিয়ান, নিউ ইয়র্ক টাইমস এরা ডেফিনিটলি যে ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করবে, ইপিএও সেই

ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করবে। কিন্তু, কথার কথা ওয়াটার এইড, অথবা ধরেন অক্সফাম-এর কাজ আমাদের কাজে কনফ্লিক্ট করে না। এটা প্রজেক্ট বেইজড কাজ।

আমি সেল্‌ফ মার্কেটিং করব মানে কী? আমি কাজ পারি সেটা দেখানো তো? এবং অ্যাসাইনমেন্ট চাই, তাইতো? আমার একটা প্ল্যান আছে, যখন আমি এজেন্সি ছেড়ে দিব ঠিক তার পরের দিনই আমার একটা ওয়েবসাইট থাকবে। যেই ওয়েবসাইটে স্টক ফটোস থাকবে এবং ঐটা আমার এমনভাবে প্ল্যান করা থাকবে যে, একদম পে-পাল ইউজ করে ছবি কিনতে পারবে। আমি যখন ছবি তুলি, তখন কিন্তু এটা মাথায় রেখে তুলছি। সো আমি যখন ফিজিক্যালি আর ছবি তুলতে পারব না, তখন অ্যাট লিস্ট আমার দশ হাজার ছবির একটা স্টক এজেন্সি থাকবে—পার্সোনাল স্টক এজেন্সি ফর সেল। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছবি থাকবে—ন্যাচার, ল্যান্ডস্কেপ বা যে ছবিগুলো আসলে স্টক সেল হয়; এনজিও ছবি, মানে এনজিও ইনভাইরনমেন্টাল রিলেটেড ছবি। সো একটা কিন্তু সারভাইভাল প্ল্যান আমার করা আছে। যেহেতু অন্য কোনো বিজনেস নাই; বড় একটা চাকরি ছেড়ে দিলে একটা ফিন্যানশিয়াল সাপোর্ট দরকার। সো এই প্ল্যানটা আমার কাছে রাখলাম। আমার দশ হাজার বা বিশ হাজার ছবি যদি থাকে, আর মাসে যদি চার-পাঁচটা ছবি বিক্রি হয়, ইট উইল বি আ গুড রিটার্ন। তার পাশাপাশি আমি ধরেন ফটো এডিটিং অথবা এডিটরিয়াল জব বা টিচিং-এ থাকব। এটাই হচ্ছে আমার প্ল্যান। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, ওয়েবসাইটটা আমি এই মুহূর্তে করতে পারি, কিন্তু করলে এইটা হবে আন ইথিক্যাল, আন লয়াল টু মাই এজেন্সি, হা হা হা।

সু:

মানে জব কনফ্লিক্টিং?

দিন ২৪-২৮৮ **[আ]** হ্যাঁ। কারণ আমি যখনই একটা ভালো ওয়েবসাইট করব, তার মানে কী? আমি এইটা করছি বিকজ অব মার্কেটিং। কিন্তু

সেই মার্কেটিং যদি আবার আমাকে বলে যে আবীর তুমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা করো। আমি বললাম যে না আমি পারব না। হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অব মাই ওয়েবসাইট? হা হা হা।

তবে ওয়েবসাইট হয়তো ঐরকম চালু নাই, বাট আমার মনে হয় আপনি যদি 'বাংলাদেশ আবীর আবদুল্লাহ ফটোগ্রাফার' দিয়ে সার্চ দেন, তাহলে পেইজ আসে—যেগুলো পাবলিশড কাজ। ইন্টারভিউ হয়তো তুলনামূলক কম। ইউটিউবে সার্চ দিলে তখন আবার ইউটিউবে ভিডিও পাবেন।

সু :

আমি কিছু কিছু ভিডিও দেখেছিলাম। চাইল্ড লেবার নিয়ে একটা করেছিলেন। ঐটা খুব সম্ভবত ইতালিয়ান ভাষায়, না?

দিন ২৪-২৮৯ **[আ]** স্প্যানিশ ভাষায়।

boobook

সু :

স্প্যানিশ ভাষায়, রাইট।

দিন ২৪-২৯০ **[আ]** এখন অনেকগুলো জমা হয়েছে। ইউটিউবে 'আবীর আবদুল্লাহ' দিয়ে সার্চ দিলে নিউজ-ভিডিও দেখা যাবে। এইটা একভাবে দুঃখজনক যে আমার দেশের মানুষজন আমার ছবি দেখতে পারছে না। এইটাও একটা লিমিটেশান-এর কারণে, যেহেতু আমার দেশে কোনো সাবস্ক্রাইবার নাই। কিছু শ্রেণির মানুষ দেখতে পারে—লিমিটেড, যাদের ইন্টারনেট আছে বা যারা আমাকে চিনে। এক্সিবিশনের মাধ্যমে হয়তো কিছু মানুষজন ছবি টবি দেখে। কিন্তু এদেরকে রিচ করার একটা বড় উপায় হলো বই প্রকাশনা, যদি পত্রিকাতে আমি কাজ না করি। বই প্রকাশনার ইচ্ছা আছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজটা নিয়ে। আরও কয়েকটা, যেমন মনসুনের ঐটা নিয়ে বই পাবলিশ করার ইচ্ছা আছে, আরেকটা টপিক নিয়ে কাজ করছি "ফ্যাশন ইজ নট মাই প্যাশন"। বই যদি পাবলিশ করা যায় অ্যাট লিস্ট বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং শিক্ষা